যুক্তরাষ্ট্রে ইতিহাস সম্মেলনে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রত্যক্ষদর্শী-ভাষ্য উপস্থাপন

যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে পি-এইচডি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী উম্মুল মুহসেনীন বিগত অক্টোবর মাসে মেরিল্যান্ডের বাল্টিমোরে অনুষ্ঠিত ওরাল হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মৌখিক ইতিহাস (ওরাল হিস্ট্রি) কর্মসূচির পোস্টার উপস্থাপন করেন।

১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ওরাল হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওরাল হিস্ট্রির গুরুত্ব ও মূল্য অনুধাবনকারী ব্যক্তিবর্গের সদস্যভিত্তিক সংগঠন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। ওরাল হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন নীতি-নির্ধারক, শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে। এ ক্ষেত্রে উত্তম চর্চা লালনে এবং মৌখিক ইতিহাস বিশারদগণের সমর্থনে সংশ্লিষ্টদের অনুপ্রাণিত করে।

একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে ওরাল হিস্ট্রি অ্যাসসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে আছেন- শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গোষ্ঠী-ইতিহাসবিদ, মোহাফেজখানা বিশারদ, গ্রন্থাগারিক এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা।

মৌখিক ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা ও পরামর্শ দেয়ার উদ্দেশে ওরাল হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, নির্দেশাবলী এবং মূল্যায়নের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে।

অ্যাসোসিয়েশনের এ বছরের সভার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল Oral History As/And Education: Teaching and Learning In and Beyond the Classroom. প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি ও উপযুক্ততা বিবেচনায় উম্মুল মুহসেনীন ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর বিশেষ করে আউটরিচ কর্মসূচির অন্তর্গত মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহকে তার উপস্থাপনের জন্য গ্রহণ করেন। তিনি Oral History in Teaching the Narratives of Bangladesh Genocide শীর্ষক পোস্টার ডিজাইন করে উপস্থাপন করেন এবং এর মাধ্যমে ১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের গণহত্যার মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহে স্কুলের শিক্ষার্থীদের অনুসৃত পদ্ধতি এবং এই কর্মসূচি গণহত্যার ইতিহাস বয়ানের শিক্ষায় কীভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখছে তা তুলে ধরেন। এই উপস্থাপনা নির্মাণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মৌখিক ইতিহাস কর্মসূচির সমন্বয়ক রঞ্জন কুমার সিংহ আন্তরিকভাবে সহায়তা করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ ডিগ্রি অর্জনকারী উম্মুল মুহসেনীন সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস-এ ভলান্টিয়ার, রিসার্চ ফেলো ও ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করেছেন। পিএইচডি কোর্সে তার গবেষণার বিষয় 'বাংলাদেশের গণহত্যার স্মৃতি সংরক্ষণ'। গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের গণহত্যার স্মৃতি সংরক্ষণে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা বিষয়ে সমীক্ষা করছেন।

উম্মুল মুহসেনীন